Nakshalbari College
Dept.of Bengali

ছন্দ। ছন্দের শ্রেণিবিভাগ। ছন্দ নির্ণয়।

ছন্দ :
ছন্দ হল শ্রুতিমধুর শব্দের শিল্পময় বিন্যাস, যা কানে জায়গায় ধ্বনি সুষমা, চিত্তে জাগায় রস।

পদ্য রচনার বিশেষ রীতি ছন্দ । তা কাব্যের প্রধান বাহন। গদ্যেও ছন্দ থাকতে পারে। তবে পদ্যেই তার সুস্পষ্ট প্রকাশ। ছন্দ মানুষের কথার উপর সৃষ্ট। তা কানে শোনার বিষয়। তা কবির সৃষ্টি। তা কথার শিল্প। তা ধ্বনির সৌন্দর্য । ছন্দ তাই শিল্পীত বাক রীতি।
কাব্যের রসঘন ও শ্রুতিমধুর বাক্যে সুশৃঙ্খল ধ্বনিবিন্যাসের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাকে ছন্দ বলে। (বাঙলা ছন্দ : জীবেন্দ্র সিংহরায়)
অর্থাৎ, কবি তার কবিতার ধ্বনিগুলোকে যে সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বিন্যস্ত করে তাতে এক বিশেষ ধ্বনিসুষমা দান করেন, যার ফলে কবিতাটি পড়ার সময় পাঠক এক ধরনের ধ্বনিমাধুর্য উপভোগ করেন, ধ্বনির সেই সুশৃঙ্খল বিন্যাসকেই ছন্দ বলা হয়।

বাংলা ছন্দের প্রকারভেদ :
বাংলা কবিতার ছন্দ মূলত ৩টি- স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত । তবে বিংশ শতক থেকে কবিরা গদ্যছন্দেও কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। এই ছন্দে সেই সুশৃঙ্খল বিন্যাস না থাকলেও ধ্বনিমাধুর্যটুকু অটুট রয়ে গেছে, যে মাধুর্যের কারণে ধ্বনিবিন্যাস ছন্দে রূপায়িত হয়। নিচে সংক্ষেপে ছন্দ ৩টির বর্ণনা দেয়া হল।

স্বরবৃত্ত ছন্দ :
ছড়ায় বহুল ব্যবহৃত হয় বলে, এই ছন্দকে ছড়ার ছন্দও বলা হয়। • মূল পর্ব সবসময় ৪ মাত্রার হয় • প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে • সব অক্ষর ১ মাত্রা গুনতে হয় • দ্রুত লয় থাকে, মানে কবিতা আবৃত্তি করার সময় দ্রুত পড়তে হয়
উদাহরণ-
বাঁশ বাগানের । মাথার উপর । চাঁদ **উঠেছে । ওই ।। (৪+৪+৪+১) মাগো আমার । শোলোক বলা । কাজলা দিদি । কই ।। (৪+৪+৪+১) (যতীন্দ্রমোহন বাগচী)**
এখানে প্রথম অক্ষরগুলো উচ্চারণের সময় শ্বাসাঘাত পড়ে, বা ঝোঁক দিয়ে পড়তে হয়। আর দাগাঙ্কিত অক্ষরগুলোতে মিল বা অনুপ্রাস পরিলক্ষিত হয়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ :

• মূল পর্ব ৪,৫,৬ বা ৭ মাত্রার হয় • অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়; আর অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে (য় থাকলেও) ২ মাত্রা গুনতে হয়; য় থাকলে, যেমন- হয়, কয়; য়-কে বলা যায় semi-vowel, পুরো স্বরধ্বনি নয়, তাই এটি অক্ষরের শেষে থাকলে মাত্রা ২ হয় • কবিতা আবৃত্তির গতি স্বরবৃত্ত ছন্দের চেয়ে ধীর, কিন্তু অক্ষরবৃত্তের চেয়ে দ্রুত

উদাহরণ-

এইখানে তোর। দাদির কবর। ডালিম-গাছের। তলে।। (৬+৬+৬+২) তিরিশ বছর। ভিজায়ে রেখেছি। দুই নয়নের। জলে।। (৬+৬+৬+২) (কবর; জসীমউদদীন) কবিতাটির মূল পর্ব ৬ মাত্রার। প্রতি চরণে তিনটি ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং একটি ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব আছে। এখন মাত্রা গণনা করলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম চরণের- প্রথম পর্ব- এইখানে তোর; এ+ই+খা+নে = ৪ মাত্রা (প্রতিটি অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকায় প্রতিটি ১ মাত্রা); তোর = ২ মাত্রা (অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় ২ মাত্রা) দ্বিতীয় পর্ব- দাদির কবর; দা+দির = ১+২ = ৩ মাত্রা; ক+বর = ১+২ = ৩ মাত্রা তৃতীয় পর্ব- ডালিম-গাছের; ডা+লিম = ১+২ = ৩ মাত্রা; গা+ছের = ১+২ = ৩ মাত্রা চতুর্থ পর্ব- তলে; ত+লে = ১+১ = ২ মাত্রা

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ :

- মূল পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়
- অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়
- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, এমন অক্ষর শব্দের শেষে থাকলে ২ মাত্রা হয়; শব্দের শুরুতে বা মাঝে থাকলে ১ মাত্রা হয়
- কোন শব্দ এক অক্ষরের হলে, এবং সেই অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে, সেই অক্ষরটির মাত্রা ২ হয়
- কোন সমাসবদ্ধ পদের শুরুতে যদি এমন অক্ষর থাকে, যার শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, তবে সেই অক্ষরের মাত্রা ১ বা ২ হতে পারে
- কবিতা আবৃত্তির গতি ধীর হয় উদাহরণ- হে কবি, নীরব কেন। ফাগুন যে এসেছে ধরায়।। (৮+১০) বসন্তে বরিয়া তুমি। লবে না কি তব বন্দনায়।। (৮+১০) কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি-।। (১০) দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?।। (১০) (তাহারেই পড়ে মনে; সুফিয়া কামাল) কবিতাটির মূল পর্ব ৮ ও ১০ মাত্রার। স্তবক দুইটি পর্বের হলেও এক পর্বেরও স্তবক আছে। এখন, মাত্রা গণনা করলে দেখা যায়, প্রথম চরণের, প্রথম পর্ব- হে কবি, নীরব কেন; হে কবি- হে+ক+বি = ৩ মাত্রা (তিনটি অক্ষরের প্রতিটির শেষে স্বরধ্বনি থাকায় প্রতিটি ১ মাত্রা); নীরব- নী+রব = ১+২ = ৩ মাত্রা (শব্দের শেষের অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় সেটি ২ মাত্রা); কেন- কে+ন = ১+১ = ২ মাত্রা; মোট ৮ মাত্রা আবার দ্বিতীয় চরণের, দ্বিতীয় পর্ব- লবে না কি তব বন্দনায়; লবে- ল+বে = ২ মাত্রা; না কি তব = না+কি+ত+ব = ৪ মাত্রা; বন্দনায়- বন+দ+নায় = ১+১+২ = ৪ মাত্রা (বন- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলেও অক্ষরটি শব্দের শেষে না থাকায় এর মাত্রা ১ হবে; আবার নায়- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি- য় থাকায়, এবং অক্ষরটি শব্দের শেষে থাকায় এর মাত্রা হবে ২); মোট ১০ মাত্রা এরকম- আসি তবে। ধন্যবাদ।। (৪+৪) না না সে কি,। প্রচুর খেয়েছি।। (৪+৬) আপ্যায়ন সমাদর। যতটা পেয়েছি।। (৮+৬) ধারণাই ছিলো না আমার-।।

Dr. Anand Kumar Paluya
Assistant Professor
Dept.of Bengali
Nakshalbari College